আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাচ্ছেন ৯জন নতুন মুখ

আওয়ামী লীগের অংগসংগঠনগুলি মাঠে সক্রিয় থাকলেও মূল্যায়ণ হয় না কোন সময়ই। প্রথম বারের মতো এবার ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করার প্রক্রিয়া চলছে। প্রাথমিক ভাবে নয়জনকে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে আওয়ামী লীগ।

লিখেছেন... **রিয়াজউদ্দিন**

সরকারবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি। অথচ মূল্যায়ন হওয়ার ক্ষেত্রে তারাই পিছিয়ে পড়েন। যে কারণে অনেক সময় নির্বাচনে ভরাডুবি হয়। এ দিকটি বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনে দলের অঙ্গ সংগঠনগুলো থেকে বেশ কিছু মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, যাদের মনোনয়ন দেয়ার ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে নির্বাচনী এলাকায় জরিপ চালানো হচ্ছে। নির্বাচনী এলাকায় এসব নেতার বিজয়ের ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হবার পরই তাদের মনোনয়ন দেয়া হবে।

তাছাড়া রাজপথের আন্দোলনেও এসব - নেতানেত্রীর সক্রিয় ভূমিকা বিবেচনায় নেয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়েছে। তবে সম্ভাব্য তালিকা পর্যালোচনায় দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি ব্যক্তির পেছনে রয়েছে শেখ হাসিনার আশীর্বাদ।

জাতীয় শ্রমিক লীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ- ছাত্রলীগ ও কৃষক লীগ থেকে কারা আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে যাচ্ছে তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো এখানে।

জাতীয় শ্রমিক লীগ : বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় নতুন ও আঞ্চলিক কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংগঠন শক্তিশালী করা হয়েছে। অবশ্য ব্যাংকিং খাতে কমিটি করতে ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় শ্রমিক লীগ থেকে আগামী নির্বাচনে মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন সংগঠনের সভাপতি আব্দুল মতিন মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক রায় রমেশ চন্দ্র, মহানগর শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইস্রাফিল আলম। এছাড়া সাবেক সভাপতি আবদুস সালাম খান, রওশন জাহান সাথী, মোঃ আশরাফ আলী খাঁন মনোনয়ন প্রত্যাশী। নারায়ণগঞ্জ-৪ (সদর ও সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে সাবেক সাংসদ শামীম ওসমানের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ ও তিনি বিদেশে পলাতক থাকায় এ আসনে মনোনয়ন পাচ্ছেন আবদুল মতিন মাস্টার। মাগুরা-১ (শ্রীপুর-মাগুরা সদর) আসনে আওয়ামী লীগের সাংসদ থাকা সত্ত্বেও মনোনয়ন পেতে পারেন রায় রমেশ চন্দ্র। বর্তমান সাংসদ বার্ধক্যজনিত কারণ, গ্রুপিং সৃষ্টি, নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় এবং দেশে সংখ্যালঘু নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ এ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে দলীয় নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানাগেছে। নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রানীনগর) আসনে গতবারের প্রার্থী মোঃ ইস্রাফিল আলম এবারও বহাল থাকবেন বলে জানা গেছে।

যুবলীগ : যুবলীগের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য এখন আর নেই। প্রতিদিন দলীয় কার্যালয়ের সামনে মিছিল, লোহার খাঁচায় বন্দি নেতাদের আস্ফালন, বেসরকারি টিভি চ্যানেলের আগমন- এই হচ্ছে আওয়ামী যুবলীগের নিত্যদিনের ব্যাপার। তবে সমাবেশগুলোতে প্রত্যাশিত অংশগ্রহণ ছিল সব সময়। দলীয় সভানেত্রীর আশীর্বাদে এবার মনোনয়ন পেতে যাচ্ছেন সংগঠনের সভাপতি জাহাঙ্গীর কবির নানক। জামালপুর-৩ (মোলান্দহ-মাদারগঞ্জ) আসনে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ মির্জা আজম এবারও প্রার্থী।

আব্দুল মতিন মাষ্টার

রায় রমেশ চন্দ্র

জাহাঙ্গীর কবির নানক

আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম

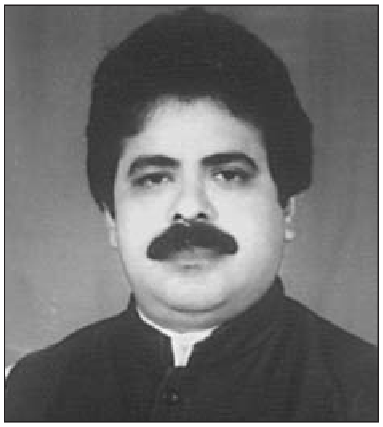

মো: ইস্রাফিল আলম

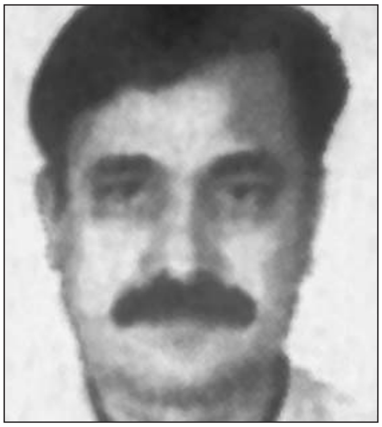

পঙ্কজ দেবনাথ

স্বেচ্ছাসেবক লীগ : প্রথমবারের মতো পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক লীগ তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করেছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে তাদের সক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। তবে সংগঠনটি এখন পরিচিত ওয়ান ম্যান অর্থাৎ বাহাউদ্দিন নাছিম নির্ভর। এ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা অবশ্য ২১ আগস্টের পৈশাচিক বর্বরতার শিকার হয়েছে সবচেয়ে বেশি। দলীয় সভানেত্রীর বিশেষ আশীর্বাদ থাকায় স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম মাদারীপুর-২ আসন থেকে এবারে মনোনয়ন পেতে পারেন। যদিও এ আসনে প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় সংসদ সদস্য শাজাহান খান রয়েছেন। অন্যদিকে বরিশাল-৪ (মেহেন্দীগঞ্জ) আসনে এবার মনোনয়ন পেতে পারেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ।

প্রফেসর ডা: জালাল উদ্দিন আহমদ

লিয়াকত শিকদার

নজরুল ইসলাম বাবু

ছাত্রলীগ : আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো বাংলাদেশ ছাত্রলীগ। আজকের আওয়ামী লীগের প্রায় সব শীর্ষ নেতাই এক সময় ছাত্রলীগের নেতা ছিলেন। ছাত্রলীগকে নেতা তৈরির কারখানা বলা হয়ে থাকে। ছাত্রলীগের সেই গৌরবময় ঐতিহ্য এখন আর নেই। আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রলীগ আর আগের মতো সক্রিয় নয়। তারপরও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সুদৃষ্টি থাকায় ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত সিকদার ফরিদপুর-১ (বোয়ালমারী-আলফাডাঙ্গা) আসন থেকে এবং সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু নারায়ণগঞ্জ-২ আসন থেকে মনোনয়ন পেতে পারেন।

আওয়ামী সাংস্কৃতিক ফোরাম : সংগঠনের সভাপতি ড. হোসেন মনসুর ও সিনিয়র সহসভাপতি প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন আহমেদ রাজপথের আন্দোলনে সব সময় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকেন। ২০০১-এর নির্বাচনে মনোনয়ন পেয়ে ও দলীয় সভানেত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে গিয়ে ত্যাগ এবং দলীয় আনুগত্যের বিরল নজির স্থাপন করেন প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন। বাক্ষ্মাণবাড়িয়া -৬ (বাঞ্ছারামপুর) আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ক্যাপ্টেন এ বি তাজুল ইসলাম। তিনি একাধিকবার পরাজিত হওয়ায় এবং সম্প্রতি এক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত হওয়ায় প্রফেসর ডা. জালাল উদ্দিন আহমেদ মনোনয়ন পেতে পারেন। তার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে বলে দলীয় নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে।

> সরকারবিরোধী আন্দোলনে আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠনগুলোর নেতা-কর্মীদের ভূমিকা থাকে সবচেয়ে বেশি। অথচ মূল্যায়ন হওয়ার ক্ষেত্রে তারাই পিছিয়ে পড়েন। যে কারণে অনেক সময় নির্বাচনে ভরাডুবি হয়। এ দিকটি বিবেচনা করে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা আগামী নির্বাচনে দলের অঙ্গ সংগঠনগুলো থেকে বেশ কিছু মনোনয়ন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন...

কৃষক লীগ : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গসংগঠন কৃষক লীগ এখন আগের মতো সক্রিয় নয়। রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক রুটিনমাফিক কিছু কাজ করেই কৃষক লীগ তাদের কার্যক্রম শেষ করে থাকে। সংগঠনের সভাপতি ড. মির্জা আবদুল জলিল ২০০১ সালে দলের মনোনয়ন পেয়েছিলেন পাবনা-২ আসন থেকে। নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। এবারও এ আসন থেকে তিনি মনোনয়ন পেতে পারেন। এ জন্য নিয়মিত জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

সহযোগী সংগঠন হিসেবে মহিলা আওয়ামী লীগ, যুব মহিলা লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ মহিলা কমিটিসহ আরো কিছু সংগঠন রয়েছে। দল ক্ষমতায় গেলে এসব সংগঠনের ত্যাগী নেতাদের মূল্যায়ন করা হবে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘দলের ত্যাগী নেতাদের অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে। যারা নির্বাচনী এলাকায় জনপ্রিয় তাদের আমরা আগামীতে মনোনয়ন দেব। তবে দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ব্যাপারে সভানেত্রী শেখ হাসিনার চিন্তাধারাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।’

অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীরাই সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকেন। তাদের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম সাপ্তাহিক ২০০০-কে বলেন, ‘বর্তমান শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ’ মোকাবেলায় এবং আগামী প্রজন্মের দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের উচিত তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্ব তৈরি করা। আওয়ামী লীগ সে লক্ষ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে।’